সমকাল

তারিখ · 12·1 ·JAN·2015 ...
পৃষ্ঠা ··2··· ··· কলাম···6······

নায়েমে নিয়োগবিধি চূড়ান্ত কত দূর?

■ ইমদাদ হক

নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত না হওয়ায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) মহাপরিচালক পদে নিয়োগ নিয়ে আবারও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। শুরু হয়েছে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারদের সঙ্গে প্রশাসন ক্যাডারদের দ্বন্দ্ব। দাবি আদায়ে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন করে আসছেন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডাররা। তাদের অভিযোগ, বারবার উদ্যোগ নেওয়ার পরও নায়েম নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত না হওয়ার পেছনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত প্রশাসন ক্যাডাররাই জড়িত।

শিক্ষা ক্যাডারের সঙ্গে প্রশাসন ক্যাডারের দ্বন্দ্ব

সংশ্লিষ্টরা জানান, নায়েমে ২০০৫ সালে ১৯৮৫ সালের নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন করে নতুন নিয়োগবিধি তৈরি করা হয়। তবে শিক্ষা ক্যাডারদের অভিযোগ, তাদের বঞ্চিত করতে সরকারি অন্য প্রশিক্ষণ একাডেমির নিয়োগবিধি অনুসরণ না করে এটি চূড়ান্ত করা হয়। তবে পরে আর তা পাস হয়নি। এরপর দেশের অন্য সরকারি প্রশিক্ষণ একাডেমির মতো নায়েমেও নিয়োগবিধি প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলনে নামেন তারা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি অন্যান্য বিসিএস ক্যাডারের প্রশিক্ষণ একাডেমির নিয়োগ বিধিমালা পর্যালোচনা করে ওই বছরের ২৬ মে সংশোধিত নতুন নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করে। এতে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার থেকে অধ্যাপক পদমর্যাদার কাউকে প্রেষণে মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়ার বিধি চূড়ান্ত করা হয়। এ ছাড়া পরিচালক পদে শতকরা ৭০ শতাংশ শিক্ষা ক্যাডার ও ৩০ শতাংশ সরাসরি নিয়োগের বিধান রাখা হয়।

এর দীর্ঘ তিন বছর পর বিধিটি চূড়ান্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু এখানেও করা হয় 'লুকোচুরি'। পাঠানো হয় ২০০৫ সালের খসড়াটিই। বিষয়টি জানাজানি হলে শিক্ষা ক্যাডারদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। আবারও আন্দোলনে নামেন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডাররা। এর ফলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ফেরত আনা হয় সেই প্রস্তাবনা।

২০১৩ সালে তৎকালীন শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসেরের নেতৃত্বে নায়েম নিয়োগের বিষয়ে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি গঠন করা হয়। পদোন্নতির আগে নায়েম নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্ত করার দাবি জানান শিক্ষা ক্যাডাররা। আবারও স্থগিত হয় এর কার্যক্রম। পরে ২০১৪ সালের ৭ জানুয়ারি তৎকালীন শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে শিক্ষা ক্যাডারদের দাবি অনুযায়ী নিয়োগবিধি চূড়ান্ত করা হয়। সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে গত বছরের ২৪ এপ্রিল আবারও পদোন্নতির বিভাগীয় সভা আহ্বান করা হয়। শিক্ষা ক্যাডারদের বিরোধিতায় আবারও স্থগিত হয় প্রক্রিয়াটি। সর্বশেষ গত ৮ জানুয়ারি শিক্ষকদের অব্যাহত বিরোধিতার মধ্যেই আবারও বিভাগীয় পদোন্নতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভা বাতিল ও বিধি চূড়ান্তের জন্য স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। দাবি আদায়ে গত বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন আন্দোলনকারী শিক্ষা ক্যাডাররা। শিক্ষকরা জানান, পদোন্নতি সভা বাতিল ও বিধি চূড়ান্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রী তাদের আশ্বস্ত করেছেন।

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

নায়েমে নিয়োগবিধি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নায়েমে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকদের মধ্য থেকে মহাপরিচালক নিয়োগের চেষ্টা করে আসছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারদের একটি অংশ। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এ মাহমুদকে গত বছরের জানুয়ারিতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নায়েমের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। শিক্ষা ক্যাডারদের তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখে সে পদে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি তিনি। মার্চেই তাকে সে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিধিটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে না পাঠানো ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে অবহেলায় তারও ভূমিকা রয়েছে বলে জানায় সূত্রটি। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেন এসএ মাহমুদ।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার সমকালকে জানান, সরকারি সব প্রশিক্ষণ একাডেমির মতো নায়েমও নিয়োগবিধি দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। 'ব্যক্তিস্বার্থে' বিধি প্রণয়ন না করে নায়েম পরিচালনা করলে শিক্ষা ক্যাডারের সব শিক্ষক-কর্মকর্তার মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হবে। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য এ নীতি বাস্তবায়ন জরুরি। শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান সমকালকে বলেন, বিধি দ্বারাই নায়েম পরিচালিত হচ্ছে। নতুন করে বিধি চূড়ান্তের কিছু নেই। কারও স্বার্থে নয়, নিয়মমতোই নায়েম পরিচালিত হচ্ছে।